IB DIPLOMA PROGRAMME
PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI
PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI

BENGALI B – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI B – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ B – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Monday 16 May 2005 (morning)
Lundi 16 mai 2005 (matin)
Lunes 16 de mayo de 2005 (mañana)

1 h 30 m

TEXT BOOKLET – INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this booklet until instructed to do so.
- This booklet contains all of the texts required for Paper 1.
- Answer the questions in the Question and Answer Booklet provided.

LIVRET DE TEXTES – INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas ce livret avant d'y être autorisé(e).
- Ce livret contient tous les textes nécessaires à l'épreuve 1.
- Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

CUADERNO DE TEXTOS – INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
- Este cuaderno contiene todos los textos para la Prueba 1.
- Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.

পত্র–১

বিভাগ–ক

উদ্ধৃতি ক

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্র

এমি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি দেশের গৌরবের "আমরাও পারি"র শিল্পীদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি

বাসস

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ শিশু কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ ও তাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল বঙ্গভবনে এমি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত "আমরাও পারি" প্রামাণ্যচিত্রের শিশু কিশোর শিল্পী ও এটিএন বাংলার কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি এই আহ্বান জানান।

এমি অ্যাওয়ার্ড লাভের জন্য প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণের সাথে জড়িত শিশু কিশোর শিল্পী, কলাকুশলী এবং এটিএন বাংলা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, আর্ন্তজাতিক এই পুরস্কার বাংলাদেশের জন্য এক গৌরব অর্জন। তিনি বলেন, আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সবারই দায়িত্ব রয়েছে। তিনি গোটা জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। গ্রামাঞ্চলের মেধাবী শিশু–কিশোরদের প্রতিভা বিকাশে গণমাধ্যমের বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে শিশু–কিশোর শিল্পী, কলাকুশলীসহ সবার সঙ্গে বসে প্রামাণ্যচিত্রটি দেখেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামান, সচিব আবু সোলায়মান চৌধুরী, এটিএন বাংলার প্রধান উপদেষ্টা সাইফুল বারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধৃতি খ

আনন্দবাজার পত্রিকা

যত্ন করে ছোট্ট কুকুরছানাটিকে কোলে তুলে দেখছিলেন তিনি। তাঁর এই যত্ন কুকুরের জন্য নয় কেবল, সমস্ত পশুপাখির জন্যই, কারণ তাঁর নেশা ও পেশা যে এক। ডঃ দীপক দে পেশায় শল্যচিকিৎসক এবং অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণীসম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যচিকিৎসার বিভাগীয় প্রধানই দেশের একমাত্র পশুচিকিৎসক যাঁকে সম্প্রতি "রাষ্ট্রীয় গৌরব" সম্মান দেওয়া হল। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটির উদ্যোগে দেওয়া এই পুরস্কার আগে পেয়েছেন মাদার টেরিজা, রাজীব গাঁধী। চর্তুদিকের অন্ধকারে নামের এই মানানসই কাজ আর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ডঃ দে। বিমানবন্দরের ডগ স্কোয়াডের দায়িত্বও তাঁর। ২২ বছরের অধ্যাপনা জীবনে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাকাডেমিক জার্নালের সঙ্গে জনপ্রিয় পত্র–পত্রিকাতেও। উন্নততর প্লাস্টিক এবং রিং কনস্ট্রাক্টিভ সার্জারি কিংবা ক্যানসারের উপশমে বিভিন্ন উপায় খুঁজতে ব্যস্ত রয়েছেন এই ডাক্তার। মানুষের চিকিৎসক আর পশু চিকিৎসকদের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে গবেষণা।

উদ্ধৃতি গ

কৃষিশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষিও কৃষককে বাঁচাতে হলে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এ দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে কৃষিখাত থেকে। সীমিত কৃষি ভূমি থেকে যোগান দিতে হয় বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যসম্ভার।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫% লোকের বসবাস গ্রামে। ৮০% লোকের কর্মসংস্থান হয় কৃষিখাতে। একবিংশ শতাব্দীতে এদেশকে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভের জন্য এবং দেশের জনশক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার একমাত্র ক্ষেত্র হল কৃষি। আর এই কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে হলে প্রয়োজন সুস্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে কৃষি শিল্পের উন্নতি ঘটানো।

আমরা শিক্ষিত কৃষক তৈরীর মাধ্যমে কৃষি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে এদেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষিশিক্ষাকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে কৃষিশিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে। দেশের কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা গড়ে ৫% এসএসসি, ১০% ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী, বাকি ৮৫% এর পঞ্চমশ্রেণীর নিচে। তাঁদের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি অনুধাবনসহ পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক কারণে প্রযুক্তি মাঠে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কৃষিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে আধুনিক চাষাবাদ, ফসল–উৎপাদন, শাক–সবজি, ফুল ও ফল উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস–মুরগি ও গবাদিপশু পালন, সুষম খাবার ও পুষ্টি, নার্সারি স্থাপন, পশু খাদ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, রেশমচাষ, মৌমাছি পালন, ইত্যাদিতে জ্ঞান অর্জন করে কৃষিশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। কাজেই কৃষিখাতের অগ্রগতির জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডি কৃষিবিদ মোঃ জহীর উদ্দিন
চেয়ারম্যান, ব্লক সুপারভাইজার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
(বি–অ্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা

বিভাগ–খ

উদ্ধৃতি–ঘ

বাংলা লাইভ ডট কম খবরাখবর

বৈদ্যুতিন বর্জ্যের সমাধান সূত্র খুঁজতে আলোচনা

বাতিল কম্পিউটার পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে

প্রতিদিন সারা দেশে প্রায় এক হাজার কম্পিউটার বিভিন্ন কারণে বাতিল হয়ে যায়। এইসব কম্পিউটারের বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় ধাতু পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে। এইসব বাতিল কম্পিউটারের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা সারল বিভিন্ন কম্পিউটার সংস্থা ও রাজ্য সরকারি দফতরগুলি যৌথভাবে।

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: প্রতিদিন সারা দেশে প্রায় এক হাজার কম্পিউটার বিভিন্ন কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এইসব বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ব্যবহার কী হবে তা নিয়েই এখন চিন্তিত পরিবেশবিদরা। প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশে যে নানা ধরনের দূষণ বাড়ছে আর তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তা বারবার করে পরিবেশবিদরা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে জনসাধারণকে। কিন্তু এবার এই কম্পিউটারগুলি পরিবেশবিদদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেশ কয়েকবছর ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 'সেন্টার ফর কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট' প্রচুর গবেষণা চালিয়ে আসছে। কম্পিউটার বাতিল হওয়ার পর তা থেকে সিসা, রুপো ধাতুগুলিকে বের করে নেওয়া হয়। বাকি থাকে পারদের মতো কিছু ধাতু। এ ছাড়াও কিছু তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে যায়। যেগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিশে মারাত্মকরকম দূষণ ঘটায়। তার কারণ এগুলির নিষ্কাষণ অনেকেই জানে না। এবার বিশ্ববিদ্যালয় সেই নিষ্কাষণ পদ্ধতি জানাবে।

সেজন্যই একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ন্যাশনাল সিম্পোসিয়াম'। আই বি এম, এইচ সি এল, ইনফোসিস্টেম, স্যামসাংয়ের মত বড় মাপের কম্পিউটার কোম্পানিগুলি এই আলোচনায় অংশ নেয়। একই সঙ্গে আলোচনা সভায় ছিল বিদ্যুত পর্ষদ, ব্যাঙ্ক, পুরসভা, কে এম ডি এ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে আলোচনার মাধ্যমে ইতিবাচক সমাধান বেরোবে।